কথ ৭২১১২১১

সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধ রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রতিষ্ঠান বনায়নের নিমিত্তে উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) এবং সৎসঙ্গ মন্দিরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU)।

- ঃ পক্ষ সমূহ ঃ -

প্রথম পক্ষ ঃ
উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)
তকীর মহল, বাসা নং- ৯৩, রোড নং-০২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯০০০ এর পক্ষে পরিচালক, জনাব মওদুদুর রহমান, পিতা- মোঃ হাবিবুর রহমান, বাড়ী নং-৯৩, রোড নং-০২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯০০০

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ
সৎসঙ্গ মন্দির, গ্রাম: মধুরাপুর, ডাকঘর: হরিনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ত্রিদীপ মন্ডল, পিতা-মৃত নগেন্দ্রনাথ মন্ডল, গ্রাম: মধুরাপুর, ডাকঘর: হরিনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

- ঃ সমঝোতা স্মারক ঃ -

যেহেতু প্রথম পক্ষ উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা IUCN-MFF এর সহযোগিতায় সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর এলাকায় সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন, ভেঁড়ীবাঁধ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বসতবাড়ীর আঙ্গিনা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধে বনায়নের এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ সৎসঙ্গ মন্দিরের সদস্যবৃন্দ এবং মধুরাপুর জেলে পাড়ার হতদরিদ্র, সুন্দরবন নির্ভরশীল পেশাজীবীদের বসতভিটায় নারকেল বৃক্ষ রোপণের জায়গা না থাকা এবং ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বসবাস করায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বসতবাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি কমানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ওয়াপদা ভেঁড়ীবাঁধ রক্ষা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকল্পে আমরা উভয় পক্ষ অদ্য ইংরেজী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ইং তারিখ রোজ সোমবার নিম্ন স্বাক্ষীগণের সম্মুখে বিষয়ের মর্ম অবগত হইয়া নিম্নে বর্ণিত শর্তে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিলাম।

- ঃ সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী ঃ -

১। প্রথম পক্ষ উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি) সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রতিষ্ঠান বনায়নের লক্ষ্যে সৎসঙ্গ মন্দিরের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরপূর্বক মন্দির ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীকে নারকেল বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য সুফলভোগী হিসাবে সম্পৃক্ত করিলেন। তবে শর্ত থাকে যে, মন্দিরের অভ্যন্তরে রোপিত বৃক্ষের অনুপাতে সুফলভোগী নির্ধারণ করা হইবে।

২। প্রথম পক্ষ উপকারভোগী দল হিসেবে মন্দির কমিটির সদস্যবৃন্দ ও মধুরাপুর জেলে পরিবারের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবেন। উপকারভোগী দলের সদস্যবৃন্দ প্রধানত সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বাওয়ালী-মৌয়ালী-জেলে, স্থানীয় ভূমিহীন পর্যায়ভুক্ত কিংবা দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে মনোনীত করা যাইবে। তবে প্রয়োজনবোধে ভেঁড়ীবাঁধ পার্শ্ববর্তী বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে ও উপকারভোগী দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। মন্দিরের উন্নয়ন ও সংস্কারের স্বার্থে রোপিত বৃক্ষ অপসারনের প্রয়োজন হইলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে উপযুক্ত সময় প্রদান পূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং প্রথম পক্ষ তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

চলমান পাতা - ২

৪। প্রথম পক্ষ দ্বারা নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা দল বনায়ন কার্যক্রমের সুবিধার্থে মন্দির আঙ্গিনায় কোন প্রকার ঘরবাড়ী, ছাউনি বা অবকাঠামো তৈরী করিতে পারিবে না।

৫। প্রথম পক্ষ বা তাহার দ্বারা আইনানুগভাবে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা সংগঠন মন্দির বা মন্দিরের অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এমন কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

৬। উৎপাদিত বৃক্ষ বা ফসলের বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রথম পক্ষের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পক্ষের উপর ন্যাস্ত থাকিবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর ভূমির মালিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অংশীদারিত্বের পরিমান হবে ৪০%, সুফলভোগীগণ ৫০% এবং প্রথম পক্ষ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অংশীদারিত্বের ১০% ভোগ করিবেন। তবে এই হার উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তিত হইলে তাহা সকল পক্ষই মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

৭। গাছ কাটার প্রয়োজন হইলে বা গাছ মারা গেলে প্রথম পক্ষের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ উপকারভোগীদের দ্বারা মাটি বরাবর কর্তন করাইবে এবং উক্ত স্থান মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

৮। উভয়পক্ষের সম্মতিতে প্রয়োজনবোধে সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত যে কোন শর্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা পরিমার্জন এবং নতুন শর্ত সংযোজন করা যাইবে।

৯। প্রাথমিকভাবে ১০ (দশ) বৎসরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১০। প্রতি তিন বছর পর পর সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনার জন্য উভয়পক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে আলোচনায় মিলিত হইবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে যে কোন সময়ে এক পক্ষের আহ্বানে অপর পক্ষ আলোচনায় মিলিত হইয়া উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১১। সমঝোতা স্মারকের কোন শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না। তবে কোন জটিলতার উদ্ভব হইলে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

প্রথম পক্ষ ঃ
উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)-এর পক্ষে

23/5/2013
(মওদুদুর রহমান)
পরিচালক
উপকূলীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র (সিসিইসি)
সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ
সৎসঙ্গ মন্দির-এর পক্ষে

(দ্রিপীপ মন্ডল)
সাধারণ সম্পাদক, সৎসঙ্গ মন্দির
গ্রাম-মধুরাপুর, ডাকঃ-হরিনগর,
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর ঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী / ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.		CCEC	